পাঠকের মতামত

(পাঠকদের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়)

আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান গবেষণার সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মঞ্জুরি কমিশন এগিয়ে আসুন

ইন্টারনেট হচ্ছে বিশ্বব্যাপী শিক্ষাবিদ এবং বৈজ্ঞানিকদের খবর আদান-প্রদানের একটি আন্তর্জাতিক সড়ক। এটিকে তাৎক্ষনিক পরিকল্পনা এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পাওয়ার জন্য বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বব্যাপী বৈঠকখানা হিসাবেও ধরা যেতে পারে। আশির দশকে প্রথম দিকে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ও আলোচনা এবং প্রবন্ধ অনুসন্ধানের যোগসূত্র হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন ইন্টারনেট প্রতিষ্ঠা করে। গত দশ বছরে এটি বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ বৈজ্ঞানিকের যোগসূত্র হিসাবে বেড়ে উঠেছে। এটি সম্ভব হয়েছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান দ্বারা বিনামূল্যে কর্মীদেরকে এই নেটওয়ার্ক মাধ্যমটি ব্যবহার করতে দিয়ে। প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই এর সম্পূর্ণ খরচ বহন করে।

সাধারণের দৃষ্টিতে ইন্টারনেট হচ্ছে মূলতঃ কমপিউটার নেটওয়ার্ক যার মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়। একটি কমপিউটার একটি মডেম-টেলিফোনলাইন-মডেম মাধ্যমে অন্য একটি কমপিউটারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। প্রত্যেক কমপিউটারকে একটি যোগাযোগ ঠিকানা দেয়া হয় যার মাধ্যমে অনুরূপ ভিন্ন ঠিকানাযুক্ত অপর অন্য একটি কমপিউটারের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যোগাযোগ দেয়া সম্ভব হয়। আর্ন্তজাতিক টেলিফোন ভাড়া কমানোর জন্য প্রত্যেক দেশে একটি করে বিশেষ কেন্দ্র থাকে যাকে 'নোড' বলা হয়। যে কোন যোগাযোগ দুই দেশের দুই 'নোড'-এর মাধ্যমে হওয়ার ফলে এই লাইন অত্যন্ত বেশী ব্যবহার হয়। বার্ষিক ভাড়ার ভিত্তিতে টেলিফোন উপগ্রহ লাইন ভাড়া করা হলে প্রতি মিনিট কল চার্জ সাধারণ কল চার্জের ১০%-এরও কম হতে পারে।

আমাদের দেশে কেউ কেউ সাধারণ আই-এস-ডি টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে এই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করছে। এর ধরণ হচ্ছে পরোক্ষঃ সকল তথ্যাদি একটি স্থানীয় অফিসে পাঠান হয়; তা পরে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণ আই-এস-ডি টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন ঠিকানায় পাঠান হয়; বাইরে থেকে আসা তথ্যাদিও অনুরূপভাবে যায়। এতে দুটি অসুবিধা আছেঃ (ক) সাধারণ আই-এস-ডি টেলিফোন কল চার্জ অত্যন্ত বেশী, এবং (খ) ব্যবহারকারীকে সব বিল পরিশোধ করতে হবে। বাংলাদেশে চাকুরিরত কোন বৈজ্ঞানিকেরই বেতনের টাকাতে স্বচ্ছলভাবে মাস চলে না, তার পক্ষে ইন্টারনেট স্থাপন শুধু বিলাসিতা মাত্র।

একটি যৌথ প্রচেষ্টা নিলেই কেবল এটা চিন্তা করা সম্ভব। একটা প্রস্তাব এখানে দেয়া যেতে পারে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (বি-ম-ক) এ ধরনের উদ্যোগ নিতে পারে। এ ধরনের প্রকল্প হাতে নেয়ার কর্তৃত্ব ও আর্থিক ক্ষমতা তাদেরই আছে। বি-ম-ক বার্ষিক ভাড়ার ভিত্তিতে টেলিফোন উপগ্রহ লাইন ভাড়া করবে এবং একটি 'নোড' হিসাবে কাজ করবে; একটি শিক্ষা ছত্রছায়া হিসাবে সরকারের কাছ থেকে বিনামূল্যেও একটি লাইন নেয়ার চেষ্টা করতে পারে। বি-ম-ক এটি নিয়ন্ত্রণ করবে ও ইন্টারনেটের নিয়ম অনুযায়ী দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষককে একটি করে যোগাযোগ ঠিকানা দেবে; দেশের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানকেও এর আওতায় আনলে দেশের সকল গবেষকের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পৃথিবীর সর্বত্র ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষা-বিষয়ক যোগাযোগ বিনামূল্যে করা হয়ে থাকে। সুতরাং এর খরচ বি-ম-ক এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে করা উচিৎ। সাধারণ ব্যবহারকারীকে শুধুমাত্র স্থানীয় অথবা এন-ডব্লিউ-ডি ফোনের ভাড়া দিতে হবে।

এই প্রকল্পের সবচেয়ে বড় উপকার হবে যে পৃথিবীর সর্বত্র যে কোন লাইব্রেরী থেকে যে কোন বিষয়ে গবেষণা প্রবন্ধের অনুসন্ধান ইন্টারনেটের মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে করা সম্ভব হবে। পৃথিবীর প্রায় সকল বড় বড় লাইব্রেরী ২৪ ঘন্টাব্যাপী এই অনুসন্ধান সুবিধা দিয়ে থাকে। বাংলাদেশের পক্ষে অদূর ভবিষ্যতে এ ধরনের লাইব্রেরী ব্যবস্থা স্থাপন করা একেবারেই অসম্ভব।

অবিলম্বে বাংলাদেশের সকল গবেষককে এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী বর্তমানে চলমান গবেষণা ও তাদের গবেষকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করার এ ধরনের প্রচেষ্টা নেয়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উচিৎ বলে মনে হয়।

ডঃ সৈয়দ ফজলে এলাহী,
অধ্যাপক, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Turbo "C" নিয়ে লেখা চাই

Turbo "C" বর্তমানে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রোগ্রাম। সমস্যা সমাধানে এটি অত্যন্ত সফল ও কার্যকর। এই প্রোগ্রামের উপর মাতৃভাষায় রচিত কোন বই না থাকায় প্রশিক্ষণার্থীদের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে জনপ্রিয় মাসিক কমপিউটার জগৎ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিভিন্ন প্রোগ্রাম যেমন QBasic, Turbo "C", Foxbase, dBase ইত্যাদির উপর ধারাবাহিকভাবে আমরা লেখা আশা করি। এ ব্যাপারে মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আলমগীর মাহমুদ
মুন্সীগঞ্জ

চট্টগ্রামে আই,টি, রিসার্চ এর প্রশংসনীয় কার্যক্রম

গত ১ সেপ্টেম্বর '৯৪ এ প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইনফরমেশন টেকনোলজি রিসার্চ এর চট্টগ্রাম শাখা নব নব উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আগ্রাবাদের ফেচী বিল্ডিং-এর চার তলায় অবস্থিত এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কমপিউটার সায়েন্স-এ বিদেশে প্রশিক্ষিত কমপিউটারবিদদের তত্ত্বাবধানে প্রকৌশলী, ডাক্তার এবং বিভিন্ন পেশাজীবীদের জন্য স্বতন্ত্র, কমপিউটার কোর্সসহ দীর্ঘ মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স চালু রয়েছে। এখানে প্রোগ্রামিং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ব্যতিক্রম পদ্ধতিতে। প্রোগ্রামিং-এর প্রশিক্ষণ হয় দীর্ঘ মেয়াদী এবং প্রোগ্রামিং শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট প্রকল্প নিয়ে কাজ করতে হয়। গত ডিসেম্বর আই.টি. রিসার্চে ই, ডি, পি এসিষ্ট্যান্টদের এক নির্বাচনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৬০ জন প্রার্থী অংশ গ্রহন করেন। ২০ জন প্রার্থীকে মেধানুযায়ী নির্বাচন করা হয়। ই, ডি, পি এ্যাসিস্ট্যান্টগণ একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের ডাটাএন্ট্রির কাজ করবেন বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য আই,টি, রিসার্চ এবাকাস এন্ড অটোমেশন এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও এ ধরণের উদ্যোগ নিয়ে এদেশের কমপিউটারয়নকে ত্বরান্বিত করবেন বলে আমরা আশা করি।

ফারুকবিন সাদেক
চট্টগ্রাম

কমপিউটার বিজ্ঞান এবং কর্তৃপক্ষের ভুল সিদ্ধান্ত

সরকার দেশের স্কুল কলেজে কমপিউটার বিজ্ঞান চালু করতে যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি ভাল পদক্ষেপ। এর ফলে দেশের মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীরা কমপিউটার বিজ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। এ প্রকল্পের আওতায় শেরপুর জেলা শহরের 'শেরপুর সরকারী মহিলা কলেজে' কমপিউটার বিজ্ঞান চালু হয়েছে। এর ফলে শুধু ছাত্রীরাই কমপিউটার বিজ্ঞান পড়ার সুযোগ পাবে। কারণ কলেজটি হলো মহিলা কলেজ অর্থাৎ শুধু মাত্র ছাত্রীদের জন্যই ছাত্রদের জন্য নয়। কেন এই বৈষম্য? শুধু ছাত্রীরা কমপিউটার বিজ্ঞান পড়ার সুযোগ পাবে ছাত্ররা কেন পাবে না? কিন্তু যদি কমপিউটার বিজ্ঞান শেরপুর সরকারী কলেজে চালু করা হতো তবে ছাত্র এবং ছাত্রী উভয়ে কমপিউটার বিজ্ঞান পড়ার সুযোগ পেত। কারণ শেরপুর সরকারী কলেজ একটি সহশিক্ষালয় এবং যারা বিজ্ঞান বিভাগে পড়তে চায় তারা বেশির ভাগই ভর্তি হয় শেরপুর সরকারী কলেজে। তাই আমি কর্তৃপক্ষের এই ভুল সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

জাকির হোসেন
শেরপুর টাউন, শেরপুর।